আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শোলমারী বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিম, আব্দুল জাব্বার, ফারুক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মমতাজ পারভিন, মর্তুজা ফারুক, অফিস সহকারী রিপন আলীসহ বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ।

পরে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা দোয়া পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক শরিফউদ্দিন।

মেহেরপুরে আলুর দাম না পেয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে বিঘা প্রতি ৫-১০ হাজার টাকা

মেহেরপুরে আলুর দাম না পাওয়ায় চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কয়েক’শ আলু চাষী। বিঘা প্রতি ৫-১০ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষীদের। কৃষি বিভাগের হিসেবে প্রতিবছর আলু চাষ করেন প্রায় ৮০ লাখ কৃষক। এ বছর বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আলু চাষীদের। যারা আলু আবাদ করছে, সবার এখন লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। জমি থেকে বাজার পর্যন্ত বিঘা প্রতি ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হচ্ছে চাষীদের । আলুর দামে এ বেহাল অবস্থার কারণে হতাশ

কৃষকেরা। তবে সরকার যেহেতু আলু মজুদ করে না, সেহেতু আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের সরাসরি ভূমিকাও নেই।

এসব কারণে প্রায় সব আলু চাষীরা এবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। আলুর দাম মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষকেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পাইকারি বাজারে কৃষকেরা প্রতি কেজি আলু বিক্রি করছেন মাত্র ৮ থেকে ১২ টাকা দরে। যেখানে তাদের বীজ কিনতেই খরচ হয়েছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, করোনাকালিন সময়ে আলুর দাম বেশী হওয়ায় লাভের আশায় বেশী দামে বীজ কিনেছি। অতিরিক্ত সরবরাহ ও চাষের কারণেই আলুর বাজারদর এতটা কমে গেছে। যার ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এদিকে আলুর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার পাশাপাশি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগও নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন কৃষিবিদরা।

মেহেরপুর আশরাফপুর গ্রামের আলুচাষী আহসান আলী এ মৌসুমে প্রতি বিঘায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকারও বেশী খরচ করে সাড়ে ৭ বিঘা আলু চাষ করেছি। কিন্তু বিক্রি করতে গিয়ে পরিবহণ খরচ বাদ দিয়ে মণ প্রতি দাম পাচ্ছি মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ, কেজি প্রতি পাইকারি ১০-১২ টাকার চেয়ে সামান্য কম-বেশী। তিনি আরও বলেন, সরকার যদি আলুর দাম একটু বেশী করে বাজারজাত করে দিত তাহলে আমরা চাষীরা ক্ষতি থেকে বেচে যেতাম।

সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আলুচাষী হাফিজুর রহমান ও আশাদুল ইসলাম বলেন, গতবছর আলুর চাষ করেছিলাম। গড়ে প্রায় ১ হাজার টাকা মণে আলু কিনেছিলেন তিনি এবং লাভও হয়েছিল। কিন্তু এবছর বেশী দামে বীজ সরবরাহ হওয়ায় আলুর চাষে তারা লোকসানে পড়ছেন। এখন সরবরাহ হয়ে গেছে বেশী আর দাম হয়ে গেছে কম। আলুচাষী শামীম হোসেন বলেন, করোনার সময় আলুর দাম বেশী থাকায় সেই প্রভার বীজের উপর পড়ে। সেই সাথে লেবার খরচ বেশী পড়ে যায়। এতে অনেক টাকা বিঘা প্রতি খরচ হয়েছে আলু চাষে। আমরা যদি ভালো দাম পেতাম তবে হয়তো ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে উঠতে পারব।

পাইকারি আলু ব্যবসায়ী রিপন আলী জানান, কৃষকদের মতো পাইকারি ব্যবসায়ীরাও কম দামে আলু কিনে তারাও লোকসানে পড়ছেন। প্রতি কেজি ২০ টাকা করে কিনলে ১৫ টাকায় বিক্রয় করতে হচ্ছে আবার ১৫ টাকাই কিনলে ১০-১২ টাকাই ঢাকার পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন। এতে পরিবহণ খরচসহ তাদের মোট যে খরচ হচ্ছে, তাতে বিপুল পরিমাণ লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদেরও।

মেহেরপুর কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ জানান, মেহেরপুরের মাটি অনেক উর্বর। চলতি বছরে আলুর আবাদ অনেক বেশী হয়েছে। জেলায় ১২৭৫ একর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছরের ১২৪০ একর আলুচাষ হয়েছিল। এবার বেশি আলু চাষ করা হয়েছে। তবে বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাজারে দাম ভালো থাকায় আলু চাষে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। স্থানীয় প্রশাসন দিয়ে বাজার মনিটিরিং করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ’র গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ গাংনী উপজেলা শাখার ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছরের জন্য এ কমিটির ঘোষণা দেন মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি সোহেল রানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সহ-সভাপতি পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তরুণ আহমেদসহ নেতার্কমীরা।

গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি জিয়াউল হক ও আমিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১বিশিষ্ট কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মনিরুল হাসান, হেলাল উদ্দিন, রাকিবুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরান, তুহিন আহমেদ, ফারুক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন সুমন, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক জিনারুল ইসলাম ও জাকির হোসেন, প্রচার সম্পাদক লিখন, দপ্তর সম্পাদক জাহেদ, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জাকির হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফেরদৌসী খাতুন, যুগ্ম-সম্পাদক ইয়াসমিন মমতাজ চামেলি খাতুন প্রমুখ।

মুজিবনগরে বৈদ্যুতিক শকে রাজমিস্ত্রি নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈদ্যুতিক শকে শাহিন (১৯) নামে এক রাজমিস্ত্রীর যোগালে নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আন্দবাস মন্ডলপাড়ার রসূল মল্লিক এর ছেলে শাহিন রাজমিস্ত্রীর যোগালে হিসেবে কাজ করত। ঘটনার দিন সে আনন্দবাস কাল্টাপাড়ার মৃত আকমান কয়ালের ছেলে বগা কয়ালের বাড়ি কাজে যায়।

বিকালের দিকে ঘরের জল ছাদের ঢালায় এর কাজ করছিল। বিদুৎ এর তারে কাভার দেওয়া থাকার কারণে ভুল বসত তারে হাত দিয়ে কাজ করছিল এ সময় সে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রসূল মল্লিকের দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে সালাম ১০ বছর আগে রোড একসিডেন্ট এ মারা যায়। শাহিন ছিল তার একমাত্র ছেলে। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এক মাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় রসৃল ও তার স্ত্রী।

মেহেরপুরে ২২তম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা উৎসব

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ২২তম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা উৎসব-২০২১ এর আয়োজন করা হয়েছে।

কবি আমেনা খানম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বঙ্গবন্ধু কবিতা উৎসব কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক কবি শাফিকুর রাহী।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কবিতা উৎসব কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব কবি তৌহিদুল ইসলাম ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমান, কবিসংসদ বাংলাদেশের সিনিয়র সহ-সভাপতি কবি আসাদ কাজল, কবিসংসদ বাংলাদেশের সহ-সভাপতি কবি বাপ্পি সাহা, কবিসংসদ বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক কবি ওয়ালি জসিম, ভেড়ামারা পৌরসভার মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুল, কথা সাহিত্যিক রফিকুল রশীদ ।

২২ তম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা উৎসবে কবিতা পাঠ করেন কবি মানিক মজুমদার, কবি শাহনাজ পারুল, কবি রুপা রহমান, কবি শিমুল খান, কবি নাজমুল হক খান, কবি শেখ আখতার, কবি রাশেদা বারী ।

২২তম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা উৎসবে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কবি আমিনুল রানা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন কবি নুর আলম।

মেহেরপুরে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

এম এফ রুপকঃ

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানি শাসকদের বুলেটের সামনে প্রাণ দিয়েছিলেন যে সূর্যসন্তানরা, পুরো জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে তাদের।

মেহেরপুরে বিনম্র শ্রদ্ধা, যথাযথ মর্যাদা ও পূর্ণ ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের

স্মরণের মাধ্যমে ‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালন শুরু হয়েছে।

ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সালাম, রফিক জব্বারসহ নাম না জানা সব শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষ। শ্রদ্ধা জানাতে এখনো অনেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুঁটে আসছেন শহীদ মিনারে।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর ১২টা ১ মিনিটে মেহেরপুর শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, সরকারি-বেসরকারি, রাজনীতিকসহ সব শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ।

প্রথম প্রহরে পুলিশের একটি চৌকস দলের অভিবাদন জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় শ্রদ্ধা নিবেদন।

প্রথমে মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষ থেকে মেহেরপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি।

পরে জেলা পুলিশের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসাশন) জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহীম শাহীনসহ জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দরা, জেলা পরিষদের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চেয়ারম্যান গোলাম রসুল,

জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু ও দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপদেষ্টা মন্ডলির সদস্য তুহিন আরন্য ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, জেলা যুবলীগের পক্ষে পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশান,

সরফরাজ হোসেন মৃদুল ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান

হিরনসহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দরা, জেলা তাতীলীগের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সদস্য সচিব জুয়েল রানা,

জেলা ছাত্রলীগের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা জজ কোর্টের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আহবায়ক সাকিল আহাম্মদ ও যুগ্ম আহবায়ক শাহরিয়ার লিয়ন,

জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জাগো বাঙালির পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সভাপতি অংকুর ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শ্যামল, এছাড়াও মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

তার আগে রাত ১১টার পর থেকেই দলে দলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শহীদ মিনারে সমবেত হতে থাকেন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ অনেকেই এসেছিলেন সালাম-রফিকদের স্মরণে। কেউ এসেছেন ব্যানার-পুষ্পস্তবক নিয়ে, কারও বুকের কাছে ধরে রাখা হয়েছে লাল গোলাপ।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগর পরিদর্শনে এসেছেন দু- জন বিচারপ্রতি

মুজিবনগর পরিদর্শনে এসেছেন ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের দু-জন বিচারপ্রতি।

শনিবার দুপুরে তিনারা মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পৌঁছালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

পরে ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপ্রতি খাইরুল

আলম ও ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের বিচারপ্রতি মির্জা হোসেইন হায়দার পৃথকভাবে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় স্থানীয় সরকারের উপরিচালক মৃধা মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল আশেম উপস্থিত ছিলেন।

পু্ষ্পমাল্য অর্পন শেষে বিচারপ্রতি মুজিবনগর ঘুরে দেখেন।

গাংনীতে হিজবুত তাওহীদের এক কর্মী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া(৩২) নামের এক হিজবুত তাওহীদের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার ভোর রাতে তাকে তার নিজ বাড়ি বামন্দী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ওই গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে। একটি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান জানান, শুক্রবার বিকালে হিজবুত তাওহীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবীতে মতবিনিময় সভা শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন কাজিপুর গ্রামের হুমায়ুন কবির (৩২) ও নওদাপাড়া গ্রামের রতন আলী (২১)।

তারা নিশিপুর হিজবুত তাওহীদের জামে মসজিদের সামনে পৌঁছুলে হিজবুত তাওহীদের ২০/ ২৫ জন কর্মী অতর্কিত হামলা চালায় ও মারপিট করে।

এ ঘটনায় হুমায়ুন কবীর বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে হেযবুত তওহীদের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ সভা

হেযবুত তওহীদ সংগঠনের কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবীতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আছর গাংনী উপজেলা শহরের দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উলামা পরিষদ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মেহেরপুর জেলা শাখা যৌথভাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন উলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুফতি হাফিজুর রহমান। প্রধান মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন উলামা পরিষদের কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ।

প্রধান আলোচক ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের। বিশেষ মেহমান হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম কাশেমী, চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল কাশেমী।

এ সময় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার বড় আইলচারা বালক-বালিকা মাদ্রাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ খান, চুয়াডাঙ্গা ইসলামী আকিদা সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মুফতি শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভাটি সঞ্চালনা করেন মাওলানা সাদেকুর রহমান। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন হেজবুত তওহীদ একটি কুফরী সংগঠন। এ সংগঠনটি ইসলামের ক্ষতি করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রম বন্ধ না করলে, আগামীতে কঠোর আন্দোলন করা হবে।

মারামারি মামলায় ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি খালেক কারাগারে

মারামারি মামলায় মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেককে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে আদালত। খালেক গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে আবেদন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম।

আব্দুল খালেক মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দুর্লব মালিথার ছেলে। খালেক মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে মোনাখালি বাজার সংলগ্ন একটি দোকান ভাড়া নেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মনিরুজ্জামান জুয়েল নামের এক ব্যক্তির সাথে মারামারির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আব্দুল খালেকসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে জুয়েল বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১২। মামলার অন্য আসামিরা জামিনে মুক্ত থাকলেও খালেক এখন কারাগারে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুজিবনগর থানার এস আই বাবলু মিয়া।